১৭-০২-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি বাপদাদা মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের দৃষ্টি কোনো দেহধারীর দিকে যেন না যায়, কেননা তোমাদের স্বয়ং নিরাকার জ্ঞানের সাগর পিতা পড়ান"

প্রশ্ন :- উঁচু পদ পাওয়ার জন্য কোন পরিশ্রমটি তোমরা বাচ্চারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও করতে পারো ?

উত্তর :- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে শুধু জ্ঞানের তালোয়ার চালাতে থাকো। স্বদর্শন চক্রধারী হও এবং শঙ্খ ধ্বনি করতে থাকো। চলতে-ফিরতে বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, সেই সুখেই মগ্ন থেকো তাহলে উঁচু পদ পাবে। এটাই হল পরিশ্রম।

প্রশ্ন :- যোগের দ্বারা তোমাদের কি রকম ডবল লাভ হয় ?

উত্তর ;- প্রথমত এই সময়ে কোনো বিকর্ম হয় না, দ্বিতীয়ত পূর্বকৃত বিকর্মের বিনাশ হয়।

গীত :- মা তুমিই সকলের ভাগ্য বিধাতা .....

ওম্ শান্তি। সৎসঙ্গে বা কলেজ ইত্যাদিতে দেখতে পাওয়া যায় - কে পড়াচ্ছেন। চোখ পড়ে যায় শরীরে। কলেজে বলা হয় অমুক প্রফেসর পড়ান। সৎসঙ্গে বলে অমুক বিদ্বান বলেন। মানুষের দিকেই দৃষ্টি যায়। এখানে তোমাদের দৃষ্টি কোনো দেহধারীর দিকে যায় না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরের দ্বারা শোনান। বুদ্ধি চলে যায় মাতা-পিতা এবং বাপদাদার দিকে। বাচ্চারা শোনায় -বলে জ্ঞানের সাগর পিতার দ্বারা যেটা শুনেছি সেটাই শোনাই। প্রভেদ এসে গেলো না ? সৎসঙ্গে যা কিছু শোনে ভাবে অমুকে বেদ পাঠ করেন। মানুষদের সামাজিক শ্রেণী এবং জাত -পাতের দিকে দৃষ্টি যায়। এ হিন্দু, এ মুসলমান, দৃষ্টি সেই দিকে চলে যায়। এখানে তোমাদের দৃষ্টি শিববাবার দিকে নিবদ্ধ থাকে। শিববাবা পড়ান। এইসময় পিতা এসেছেন ভবিষ্যৎ দুনিয়ার জন্য উত্তরাধিকার দিতে। আর কেউ এটা বলতে পারে না যে বাচ্চারা তোমাদেরকে স্বর্গের জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। এখন এই গীতও শুনলে। গীত তো অতীতের। এমন ছিলেন জগদম্বা। অবশ্যই তিনি সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন, যাঁর মন্দিরও আছে। কিন্তু তিনি কে ছিলেন,কি করে এলেন, কি সৌভাগ্য প্রদান করলেন, কিছু জানে না। অতএব সেই পড়ানো এবং এই পড়ানোয় দিন-রাত্রির ফারাক। এখানে তোমরা বোঝো জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা পড়ান। বাবা এসেছেন। ভক্তের নিকট ভগবানকে আসতেই হয়। নাহলে ভক্তরা ভগবানকে কেন স্মরণ করে ? সকলেই ভগবান ,এটা তো ভুল হয়ে যায়। সর্বব্যাপীর জ্ঞান প্রদানকারীরা নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রমান করার জন্য নিজেদের ২০টা নখের জোর লাগায়। তোমাদের বোঝানো আলাদা হয়ে যায়। বেহদের পিতার উত্তরাধিকার বাচ্চারাই পায়। সন্ন্যাসীদের রাস্তাই বৈরাগ্যের ,নিবৃত্তির। তাদের কাছ থেকে কখনো সম্পত্তির অধিকার পাওয়া যায় না। তারা সম্পত্তি চায়ই না। তোমরা সব সময় সুখের সম্পদ চাও। নরকের ধন -সম্পত্তিতে দুঃখ আছে। হতে পারে বিত্তবান, কিন্তু চাল - চলন এমন খাবার, পয়সা ওড়াতে থাকে। তারপর বাচ্চারা অনাহারে মরে। নিজেরাও দুঃখী এবং বাচ্চাদের দুঃখ দেয়। ইনি হলেন বেহদের বাবা, বাচ্চাদের বসে বোঝান। তারা তো ভিন্ন - ভিন্ন পিতা, যাদের কাছ

থেকে ক্ষণিক সম্পদ পাওয়া যায়। অনেক রাজাও আছে কিন্তু তারাও এও সসীম দুনিয়ার। সসীম দুনিয়ার সুখ দু' দিনের। এই বেহদের পিতা অবিনাশী সুখ প্রদানকারী। বাবা বোঝান ভারতবাসী যারা একদিন ডবল মুকুটধারী ছিল, স্বর্গের মালিক ছিল তারা আজ নরকের মালিক হয়ে গেছে। নরকে দুঃখ আছে, তাছাড়া এমন কোনো নদী ইত্যাদি নেই, যেমন কিনা রৌরব নরক, বিষয় বৈতরণী নদী ইত্যাদি, যার ছবি গরুড় পুরাণে দেখানো হয়। এখানে তো শাস্তি পেতে হয়। তাই তারা মনোরঞ্জক কথা লিখে দিয়েছে । আগে এমন হতো, যে অঙ্গের দ্বারা কুকর্ম করা হতো সেটা কেটে ফেলা হত। ভীষণ কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এখন এতো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেই। ফাঁসির সাজা মোটেই কঠোর নয়। বরং খুব সোজা। মানুষ যেন আত্মহত্যাও সহজেই করে। শিব ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ বলি দিয়ে ফেলে। তোমরা জানো, আত্মা দুঃখ পেলে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু যারা আত্মহত্যা করে, তারা এসব বোঝে না। তারা তো এখানেই এক শরীর ত্যাগ করে পুনরায় এখানেই আর এক খারাপ জন্ম গ্রহণ করে। কোনো জ্ঞান নেই - দুঃখ পেয়ে কেবল শরীরটাই নষ্ট করে দেয়। কিন্তু পুনরায় আর এক দুঃখজনক জন্ম হয়। তোমরা জানো, আমরা এক নতুন দুনিয়ার যোগ্য হয়ে উঠছি। যারা আত্মহত্যা করে, তাদেরও ভ্যারাইটি আছে। যেমন কোনো স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে সতী হয়ে যায় যেটা এক আলাদা ব্যাপার। ভাবে আমিও পতিলোকে যাব, শুনেছে অনেকে যায়। শাস্ত্রেও লেখা আছে পতিলোকে যায়। কিন্তু স্বামী তো ছিল কামুক। পুনরায় এই মৃত্যু লোকেই আসতে হবে। এখানে তো জ্ঞান চিতায় বসলেই স্বর্গে পৌঁছে যাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা নতুন সৃষ্টি স্থাপনার জন্য নিমিত্ত হয়েছেন এবং পুনরায় স্বর্গে পালন-কর্তা হবেন। মানুষেরা জানেনা বিষ্ণু কুল কাকে বলা হয়। বিষ্ণু হলেন সূক্ষ্মলোকবাসী তাহলে ওনার কুল কি করে হয় ? এখন তোমরা জানো বিষ্ণুর দুই রূপ, লক্ষ্মী -নারায়ণ হয়ে পালন করেন, রাজ্য চালান। এটা হল জ্ঞান চিতা। তোমরা সেই সব স্বামীর একমাত্র স্বামীর সাথে যোগ-যুক্ত হও। তিনি হলেন শিববাবা, সব স্বামীর স্বামী, সব পিতার পিতা। সব কিছুই একমাত্র তিনি। তাঁর মধ্যেই সকল সম্পর্ক এক হয়ে আছে। বাবা বলেন এই সময় যারাই তোমাদের কাকা-মামা আছে, তারা সকলেই দুঃখের পরামর্শই দেবে। বিপরীত রাস্তার আসুরী মতামতই দেবে। বেহদের বাবা এসে বাচ্চাদের সঠিক রাস্তা বলে দেবেন। মনে করো লৌকিক বাবা বলছেন কলেজে পড়ে জজ-ব্যারিস্টার হও, সেটা কি কখনও ভুল পরামর্শ হতে পারে ! শরীর নির্বাহ করার অর্থে, সেটা তো ঠিকই। সেই পুরুষার্থ তো করতেই হবে। তার সাথে-সাথে ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যও পুরুষার্থ করতে হবে। পড়াশুনো তো শরীর নির্বাহের জন্যই করা হয়। শাস্ত্রের পড়াও হলো নিবৃত্তি - মার্গের লোকেদের শরীর নির্বাহের জন্য। তারাও নিজেদের শরীর নির্বাহের জন্যে পড়ে। সন্ন্যাসীরাও কেউ ৫০,কেউ ১০০, কেউ হাজার রোজগার করে। এক কাশ্মীরের রাজার মৃত্যুতেই আর্য সমাজ ইত্যাদিদের কাছে কত পয়সা পেয়ে গেলো। এসব তো পেটের জন্যই করা হয়। সম্পত্তি ছাড়া সুখ তো হয় না। পয়সা থাকলে মোটর গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। অতীতে সন্ন্যাসীরা পয়সার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করত না ,তারা জঙ্গলে চলে যেত। এই দুনিয়ায় বীতরাগ হয়ে সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু ত্যাগ করতে পারে না। তবে অবশ্যই পবিত্র থাকে, তারা পবিত্রতার শক্তির দ্বারা ভারতকে সামলে রেখেছে। এরাও ভারতকে সুখ দেয়। যদি এরা পবিত্র না হতো তাহলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ-ভাবে বেশ্যালয়ে পরিণত হত। পবিত্রতা শেখানোর জন্য এক আছে এই নিবৃত্তি-মার্গের লোকেরা এবং দ্বিতীয় হলেন এই বাবা । সেটা হল নিবৃত্তি-মার্গের পবিত্রতা। এটা হলো প্রবৃত্তি - মার্গের পবিত্রতা। ভারতে পবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গ ছিল। আমরা দেব-দেবীরা পবিত্র ছিলাম। এখন অপবিত্র হয়ে গেছি। সম্পূর্ণ অর্ধকল্পে ৫ বিকারের দ্বারা আমরা অপবিত্র হয়ে যাই। মায়া আস্তে - আস্তে সম্পূর্ণ অপবিত্র, পতিত

করে দেয়। দুনিয়াতে কেউই জানেনা আমরা পবিত্র থেকে অপবিত্র কি করে হয়ে যাই। বোঝেও যে এটা অপবিত্র দুনিয়া। মনে করো কোনো বাড়ির বয়স ১০০ বছর, তাহলে বলব ৫০ বছর নতুন, ৫০ বছর পুরানো, আস্তে-আস্তে পুরানো হয়ে যায়। এই সৃষ্টিরও একই ব্যাপার। একদম নতুন দুনিয়ায় সুখ হয় পুনরায় অর্ধেকের পর পুরানো হয়ে যায়। সত্যযুগে অগাধ সুখের গাওয়াও হয়। পুরানো দুনিয়ার সাথে দুঃখ আরম্ভ হয়। রাবণ দুঃখ দেয়। রাবণ আমাদের পতিত করেছে, তাই রাবণের কুশপুত্তলিকা দহন করা হয়। এ-ই হল সবথেকে বড় শত্রু। কিছু লোক আবার গভর্মেন্ট-এর কাছে আবেদনও করেছে যেন রাবণকে পোড়ানো না হয়, বহুলোকে নাকি দুঃখ পায়। রাবণকে বিদ্বানও বলা হয়। মন্ত্রী ইত্যাদি কেউই বোঝেনা। এখন তোমরা জানো যে রাবণের রাজ্য দ্বাপর যুগ থেকে আরম্ভ হয়। ভারতেই রাবণকে পোড়ানো হয়। বাবা বোঝান দ্বাপর থেকেই ভক্তি ও অজ্ঞানতার যাত্রা আরম্ভ হয়। জ্ঞানের দ্বারা দিন, ভক্তির দ্বারা রাত্রি।

এখন দেখো জগৎ অম্বার গীত গেয়ে থাকে । কিন্তু বোঝেনা কি করে তিনি সৌভাগ্য-দাত্রী হন। কত বড় মেলা হয়। কিন্তু জাগদম্বা কে, তাও জানেনা। বাংলায় কালী ভক্তি খুব আছে, কিন্তু জানেনা কালী ও জাগদম্বার ফারাক কি। জাগদম্বাকে ফর্সা দেখানো হয় এবং কালীকে কালো। জাগদম্বাই লক্ষ্মী হন তাই তিনি উজ্জ্বল বর্ণ। পুনরায় ৮৪ জন্ম গ্রহণের শেষে কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে যায়। মানুষেরা কত বিভ্রান্ত। বাস্তবে কালী ও অম্বা তো একই। কিছুই জানেনা। একেই বলে অন্ধ শ্রদ্ধা। এখন তোমরা, বাচ্চারা জানো অতীতে জগৎ-অম্বা ছিলেন - তিনিই ভারতের ভাগ্য বিধাতা ছিলেন। তোমরাও ভারতের সৌভাগ্যের নির্মাতা। মায়েদের নামই প্রধান । সন্ন্যাসীদেরকেও মায়েদেরই উদ্ধার করতে হবে। এটাও আগে থেকে স্থির। পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশ, এদেরকেই জ্ঞান বাণে বিদ্ধ করো। তোমরা ছোট মেয়েরা যখন সন্ন্যাসীদের সম্মুখীন হও, বোঝাও যে আমাদেরকে পরম পিতা পরমাত্মা পড়ান। তোমরা হলে হদের সন্ন্যাসী, আর আমরা বেহদের বা অসীমের। যখন তোমাদের হঠ-যোগ সম্পূর্ণ হয় কেবল তখনই আমাদের বাবা রাজ যোগ শেখান। হঠ-যোগ ও রাজযোগ দুই একত্রে থাকতে পারে না। সময় আর এখন বেশি নেই , খুব অল্প সময় আছে। বাবা বলেন বাচ্চারা, গৃহস্ত ব্যবহারে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকবে। ব্রাহ্মণদের পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। কুমারীরা তো পবিত্র আছেই, পদ্ম ফুলের মতন। অন্যেরা যারা বিকারগামী, তাদেরকে বলা হয় পবিত্র হও, গৃহস্ত ব্যবহার থেকেও পদ্ম ফুলের মতন হও। প্রত্যেকে স্বদর্শনচক্রধারী হও। শঙ্খ বাজাও। জ্ঞানের তরবারি চালাও তাহলেই গন্ডি পেরোতে পারবে। পরিশ্রম আছে, পরিশ্রম ছাড়া উঁচু পদ পাওয়া যাবে না। হাঁটতে - চলতে এই সুখেই মগ্ন থাকো। বাবাকে স্মরণ করো। যে সুখে রাখে তাকে সব সময় মনে পরে তাই না। এখন তোমাদের অসীমের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তাঁরই পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের বোঝাতে হবে, বলো এই জন্মেই রাজ্-বিদ্যা শিখে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হবো। আচ্ছা মনে করো, পড়াশুনো করতে-করতে ,পরীক্ষা পাস্ করতে গিয়ে তোমার আয়ু পূর্ণ হয়ে এলো, শরীর ত্যাগ করার সময় হলে তখন লেখা - পড়া এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কেউ পরীক্ষা পাস করে লন্ডনে চলে গেলো এবং সেখানেই মৃত্যু হল, তাহলে পড়াশুনো সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। সেটা হলো নশ্বর পড়াশুনো। আর এটা হল অবিনাশী পড়াশুনা। এটার কোনো বিনাশ নেই। তোমরা জানো, নতুন দুনিয়ায় এসে তোমাদের রাজত্ব করতে হবে। ওটা হল অল্পকালীন সুখ, তাও যদি কপালে থাকে। না জানি কতদিন টিকবে। এখানে তো ফলাফল নিশ্চিত। এদিকে তোমার পরীক্ষা শেষ, ওদিকে তুমি গিয়ে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভোগের অধিকার পাবে। বেহদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরুর কাছে বেহদের সম্পদই প্রাপ্ত হয়। ভাবে গুরুর কাছে শান্তি পেলাম। আরে এখানে কখনো শান্তি

হতে পারে? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কর্ম করতে-করতে ক্লান্ত হলে, আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। বাবা বলেন শান্তি হলো তোমাদের স্বধর্ম। এই অরগ্যান্স দ্বারা কাজ করতে না চাইলে চুপ-চাপ বসে পড়ো। আমরা হলাম অশরীরি, বাবার সাথে যোগ-যুক্ত থাকলে বিকর্মের বিনাশ হয়। হতে পারে কোনো সন্ন্যাসীর কাছে তুমি শান্তি পেলে, কিন্তু তার দ্বারা তোমার বিকর্মের বিনাশ হতে পারে না। এখানে বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বিকর্মজীত হতে থাকবে। আচ্ছা সে শান্তিতে বসে আছে, এমন করে বিকর্মের বিনাশও হবে। ডাবল লাভ হবে। পুরানো বিকর্মেরও বিনাশ হয়। এই যোগবল ছাড়া কারো পুরানো বিকর্মের বিনাশ হতে পারে না। প্রাচীন যোগ ভারতেরই - গায়ন আছে। । এর দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্মের বিনাশ হয়। আর কোনো উপায় নেই। এখন এই বৃদ্ধি বন্ধ হতে হবে। সরকারও চায় বৃদ্ধি বেশি না হোক। আমরা তো বৃদ্ধি এত কম করি যে অল্প কিছু থাকবে এবং বাকি সবাই চলে যাবে। মানুষ বোঝেও যে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ দেখে ভাবে, না জানি হবে কি হবেনা। ঠান্ডা মেরে যায়। বাবা বোঝান বাচ্চারা খুব অল্প সময় আছে তাই আলস্য কোরো না। আচ্ছা ! .

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) শরীর থেকে পৃথক, অশরীরী হয়ে সত্যিকারের শান্তির অনুভব করতে হবে। বাবার স্মরণের দ্বারা নিজেকে বিকর্মজীত করতে হবে।

২) অবিনাশী প্রারব্ধ নির্মাণের জন্য, অবিনাশী পড়াশুনোর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। অন্যদের দেখানো উল্টো রাস্তা ছেড়ে বাবার দেখানো সোজা রাস্তায় চলতে হবে।

বরদান ;- সসীমের প্রাচীর অতিক্রম করে লক্ষ্যের সমীপে গমনকারী, উপরাম ভব

যেকোন প্রকারের হদের সীমা অতিক্রম করবার লক্ষণ হলো - অতিক্রম করল উপরাম হয়ে গেল। উপরাম স্থিতি অর্থাৎ উর্ধমুখী কলা। এইরকম উর্ধমুখী কলা স্থিতি সম্পন্ন, কক্ষনো আটকে বা ঝুলে থাকে না, তারা সব সময় লক্ষ্য সমীপে দেখতে পায় । তারা উড়ন্ত পাখির মতন কর্মের এই কল্প বৃক্ষের ডালে আসবে। অসীমের সমর্থ স্বরূপের দ্বারা কর্ম করে আবার উড়ে যায়। কর্ম রুপী ডালের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। সর্বদা স্বতন্ত্র থাকবে।

স্লোগান;- অনুভবের অথরিটি হও ,তাহলে মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন রাজকীয় রূপের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না ।